প্রথম আলো

তারিখ 28 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ইডেন কলেজ

অবরুদ্ধ শিক্ষকেরা মুক্ত, অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

১৫ ঘণ্টারও বেশি সময় অবরুদ্ধ থাকার পর পুলিশের সহযোগিতায় উদ্ধার পেয়েছেন রাজধানীর ইডেন কলেজের অধ্যক্ষসহ শিক্ষকেরা। বুধবার রাত দেড়টার দিকে তাঁরা কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন।

এদিকে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি এবং তাঁদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার কলেজের সামনে মানববন্ধন করেন ছাত্রীরা।

এ ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) মফিজুল ইসলামকে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটির অন্য দুজন হলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (কলেজ) আতাউর রহমান ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ আয়েশা বেগম। কমিটিকে সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।

ইডেন কলেজে সংঘটিত ঘটনা নিয়ে গতকাল দুপুরে সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে এ কমিটি গঠন করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় শিক্ষার্থীরা কলেজের সামনের সড়কে জড়ো হয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। কিছুক্ষণ পর অবরোধ তুলে নিয়ে কলেজের সামনে মানববন্ধন করেন তাঁরা। এ সময় তাঁরা 'হামলার নির্দেশদাতা অধ্যক্ষের অপসারণ চাই', 'শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষকদের অশালীন ভাষা প্রয়োগ কেন?' 'মাস্টার্স পর্যন্ত হলের সিট বরাদ্দ চাই' লেখা প্ল্যাকার্ড বহন করেন।

কলেজের রীতি অনুযায়ী, স্নাতক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ছাত্রীনিবাসের আসন বাতিল হয়ে যায়। এরপর স্নাতকোত্তর পর্বে ভর্তি হওয়ার পর নতুন করে আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়। মাঝের সাত-আট মাস তাঁদের বাইরে অবস্থান করতে হয়। এ কারণে শিক্ষার্থীরা স্নাতক প্রথম বর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়া পর্যন্ত টানা ছাত্রীনিবাসে থাকার সুযোগ চেয়ে আসছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে না নেওয়ায় বুধবার সকাল থেকে আন্দোলন শুরু করেন ছাত্রীরা। দিনভর তাঁরা অধ্যক্ষ রওশন আরাসহ অর্ধশতাধিক শিক্ষককে অবরোধ করে রাখেন।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, একপর্যায়ে রাত সাড়ে ১০টায় কলেজের পিয়ন ও নিরাপত্তারক্ষীরা মিলে তাঁদের ওপর হামলা চালান।

অধ্যক্ষ রওশন আরা বলেন, কয়েক দিন আগে ছাত্রীরা তাঁকে আবাসন-সমস্যার কথা জানান। তিনি তখন তাঁদের সমস্যা নিরসনের আশ্বাস দেন। কিন্তু ছাত্রীরা তা না শুনে বুধবার তাঁকেসহ শিক্ষকদের অবরোধ করেন।